যে কৃপালু ব্যক্তি সেই পিতৃ-ধনের সংবাদ দেন, তাঁহারও কর্ত্তব্য ঐ পিতৃধন পাইবার উপায় ও প্রয়োজন উপদেশ করা। তেমনই যে পরম কারুণিক-শাস্ত্র পরম আনন্দময় শ্রীভগবানের সংবাদটীর উপদেশ করিতেছেন, সেই সঙ্গেই সেই ভগবান্‌কে পাইবার এবং প্রয়োজনটীর উপদেশ করাও বিশেষ প্রয়োজন। তন্মধ্যে ভগবৎ-সম্মুখ্যই অভিধেয়, অর্থাৎ কর্ত্তব্য ; যেহেতু ভগবদ্বৈমুখ্য জন্যই জীবের অনন্ত সংসার-দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। এতএব ভগবৎ-সাম্মুখ্য বিনা মায়াকৃত স্বরূপাবরণ-জনিত সংসার-দুঃখ নিবৃত্তির অন্য কোনও উপায় নাই ; ভাগবদনুভবই মুখ্য প্রয়োজন। সেই অনুভবটীও অন্তরে বাহিরে ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করা অর্থাৎ নয়ন মুদিয়া হৃদয়ে পরমানন্দময় শ্রীভগবানকে দেখা, আর নয়ন উন্মীলন করিয়া স্থাবরে, জঙ্গমে, চেতনে, অবচেতনে শ্রীভগবানকে দর্শন করা। অন্তরে বাহিরে শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারটী হইলেই আপনা হইতেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই অভিধেয় এবং প্রয়োজন বস্তুটী যদ্যপি পূর্ব্ব সন্দর্ভচতুষ্টয়ে সিদ্ধবস্তুরই উপদেশ মধ্যে পরিগণিত করা আছে, তথাপি তোমার গৃহেতে নিধি আছে—এইপ্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া যেমন কোনও দরিদ্রব্যক্তি সেই নিধিপ্রাপ্তির জন্য যত্নবান্ হয় এবং সেই নিধিকে লাভ করিয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অভিধেয় এবং প্রয়োজন তাৎপর্য্য এই দুইটির নিত্যবস্তু। কারণ যদি নিত্যসিদ্ধ বস্তুই না হয়, তাহা হইলে ভক্তি ও ভগবদনুভবের জন্যত্ব-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে ; যেমন কাহারও কাণে কলম আছে, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছে। কাহারও উপদেশে সেই ভুলটির নিবৃত্তি হইলে কলমটী কাণেই পায় ; এ স্থলেও তেমনই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ যে উপদেশগুলি করেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, দেহাদি আবেগ-জনিত শাস্ত্রো-পদিষ্টবিষয়ে শৈথিল্য নিবৃত্তি করা। তাহা হইলে শাস্ত্র এইপ্রকারে শ্রীভগবদ্বিমুখ জীবগণের প্রতি অনাদিসিদ্ধ ভগবদনুভবাত্মক জ্ঞানের সংসর্গাভাব স্বরূপ ভগবদ্বৈমুখ্য-মূলক দুঃখের হেতুটী বলিতে বলিতে ব্যাধির নিদান বৈপরীত্যময় চিকিৎসার মত ভগবৎসাম্মুখ্য প্রভৃতির উপদেশ করিতেছেন। অর্থাৎ যেমন ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইলে চিকিৎসকগণ ব্যাধি উৎপত্তির কারণ—ঠাণ্ডার বিপরীত উষ্ণবস্তু ব্যবহারের উপদেশ করিয়া থাকেন, তেমনই ভবরোগের চিকিৎসক পরম কারুণিক-শাস্ত্রও নিখিল দুঃখের নিদানরূপ ভগবদ্বৈমুখ্যের সংবাদটি জানাইয়া, অর্থাৎ তুমি ভগবানকে ভুলিয়াছ বলিয়াই তোমার এত দুঃখরাশি উপস্থিত হইয়াছে। অতএব